COMPILIED & CIRCULATED BY
Prof. PRASENJIT SENAPOTI
SACT, DEPT. of POLITICAL SCIENCE
NARAJOLE RAJ COLLEGE

1st Semester (U.G), Core Course- C2T

কেন্দ্র এবং অঙ্গরাজ্যগুলির মধ্যে প্রশাসনিক ক্ষমতার বন্টন
Distribution of Administrative Powers between the centre and states of India.

☐ যেকোনো যুক্তরাষ্ট্রীয় দেশের প্রশাসনতন্ত্রে প্রশাসনিক কেন্দ্র ও রাজ্যগুলির এক্তিয়ার সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ থাকা দরকার, অন্যথায় কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্কের ক্ষেত্রে নানান জটিলতা দেখা দিতে পারে, এরকম আশঙ্কার দরুণই ভারতীয় সংবিধানের প্রণেতাগণ কেন্দ্র ও অন্যান্য রাজ্যগুলির মধ্যে প্রশাসনিক সম্পর্কের বিষয়টি বিস্তারিতভাবে সংবিধানে লিপিবদ্ধ করেছেন, কেন্দ্র ও রাজ্যের প্রশাসনিক এক্তিয়ার সম্পর্কে আলোচনার প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় সংবিধানের ৭ম এবং ২৬২ নং ধারা দুটি, ৭ম নং ধারায় বলা হয়েছে, যেসব বিষয়ে কেন্দ্রীয় আইন প্রণয়ন করতে পারে, এবং সন্ধি বা চুক্তির ব্যাপারে কোন সরকার যেসব ক্ষমতা বা অধিকার ভোগ করে, সেইসব বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রশাসনিক ক্ষমতার এক্তিয়ার প্রসারিত, তেমনিভাবে রাজ্য তালিকাভুক্ত ৪৭ যেসব বিষয়ে রাজ্য-আইনসভা

Scanned by CamScanner

Prof. Prasenjit Senapati | CC-C2T | 1st Sem.

আইন প্রণয়ন করার অধিকারী, সেইসব বিষয়ে কাজন ক্ষমতা রাজ্যগুলির হাতে থাকবে, আবার একইভাবে যুগ্ম তালিকাভুক্ত বিষয়ে প্রশাসনিক ক্ষমতা রাজ্যগুলির হাতেই ন্যস্ত থাকবে, তবে পার্লামেন্ট আইন করে এই তালিকাভুক্ত কিছু কিছু ক্ষেত্রে কাজন ক্ষমতা কেন্দ্রকে দিতে পারে, এছাড়া কিছু কিছু বিষয় পরিচালনায় ছাড়িপত্র সংবিধান পরিষ্কারভাবে কেন্দ্রের হাতে অর্পণ করেছে, এসব ক্ষেত্রে রাজ্য সরকারগুলি কাজনকার্য পরিচালনা করতে পারে না, উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, সন্ধি স্থাপন কিংবা চুক্তি সম্পাদনের ক্ষমতা সংবিধান কর্তৃক কেন্দ্রের হাতে ন্যস্ত করা হয়েছে।

- সংবিধানের ২৫৬ নং ধারা অনুসারে, প্রতিটি রাজ্যের কাজন ক্ষমতা এমনভাবে পরিচালিত হবে যেন পার্লামেন্ট প্রণীত আইন বা অন্যান্য প্রচলিত আইনের সঙ্গে তার সামঞ্জস্য বজায় থাকে, এছাড়া কেন্দ্রীয় সরকারের এই উদ্দেশ্য প্রয়োজন মনে করলে রাজ্যগুলিকে নির্দেশ দিতে পারে,
- সংবিধানের ২৫৭ নং ধারা অনুসারে, অঙ্গরাজ্যগুলিকে এমনভাবে কাজন ক্ষমতা প্রয়োগ করতে হবে যাতে কেন্দ্রের প্রশাসনিক ব্যবস্থা ব্যাহত না হয়, এক্ষেত্রেও কেন্দ্রীয় সরকার প্রয়োজন মনে করলে রাজ্য সরকারগুলিকে নির্দেশ দিতে পারে, তৃতীয় পরিশেষে

1st Sem (U.G) / CC-C2T / distribution of ~~Administrative~~ Powers.

আমরিক কারণে প্রয়োজন মনে করলে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্য সরকারগুলিকে যোগাযোগ ব্যবস্থা ও রাজ্যের অন্তর্গত রেলপথ সংরক্ষণের জন্যে নির্দেশ দিতে পারে, এরজন্যে যে অতিরিক্ত ব্যয় হবে, তা কেন্দ্রীয় সরকার বহন করবে, এ ব্যাপারে কেন্দ্রের সঙ্গে রাজ্যের বিরোধ বাধলে ভারতের প্রধান বিচারপতি কর্তৃক নিযুক্ত একজন সালিশ (an arbitrator) - এর দ্বারা তার মীমাংসা করা হবে, সালিশের রায় চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে।

- সংবিধানের ২৪৮ নং ধারা অনুযায়ী, রাজ্য সরকারের সম্মতি নিয়ে রাষ্ট্রপতি কর্তৃপক্ষের বা কর্তৃপক্ষকে সংশ্লিষ্ট রাজ্য সরকার বা রাজ্য সরকারি কর্মচারিদের ওপর বিশেষ কতকগুলি কার্যসম্পাদনের দায়িত্ব দিতে পারেন। এরজন্যে যে অতিরিক্ত ব্যয় হবে কেন্দ্রীয় সরকার তা বহন করতে বাধ্য। এক্ষেত্রেও বিরোধ দেখা দিলে পূর্বোক্ত সালিশের মাধ্যমে তার মীমাংসা করতে হবে।
- ২৬০ নং ধারা অনুযায়ী, ভারত সরকার যেকোনো বিদেশি সরকারের সঙ্গে চুক্তির বলে বিদেশি সরকারের আর্থিক বা অন্য কোনো কাজের নিজের আধিকারিক, আইনবিভাগীয়, বিচার বিভাগীয় কর্মচারিদের এক্তিয়ার সম্প্রসারিত করতে পারেন।
- ২৬১ নং ধারা অনুযায়ী, সকল সরকারি আইন, রেকর্ড এবং বিচার বিভাগীয় কার্যবিবরণীকে সমগ্র ভারতীয় অঞ্চলে সমান মর্যাদা

Scanned by CamScanner

ছত্তাশন করা হবে,

- ২৬২ নং ধারা অনুসারী, আন্তঃরাজ্য নদী ও নদী উপত্যকাগুলি নিয়ে কোনো বিরোধ বাধিলে ন্যাশনালেজ আইন প্রণয়ন করে সেই বিরোধের নিষ্পত্তি করতে পারে, ন্যাশনালেস্ট আইন করে এ ব্যাপারে সুপ্রিমকোর্ট বা অন্যান্য আদালতের এক্তিয়ারকে বন্ধ করে দিতে পারে,

- ২৬৩ নং ধারা অনুসারী, কেন্দ্রও রাজ্যগুলির মধ্যে সহযোগিতা ও সংহতি আইনের উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রপতি প্রয়োজন মনে করলে একটি আন্তঃরাজ্য পরিষদ গঠন করতে পারে, এই পরিষদের কাজ হল রাজ্যগুলির মধ্যে বিরোধের কারণ অনুসন্ধান করা, রাজ্যগুলির এবং কেন্দ্রের আইনগত স্বার্থ জড়িয়ে আছে, এমন বিষয়গুলি নিয়ে আলোচনা করা,

- রাজ্যে যেসব I.A.S ও I.P.S অফিসার কাজ করে থাকেন, তাঁরা রাজ্য সরকারের অধীনে কাজ করেন, কিন্তু তাঁদের চাকরির শর্তাদি, বেতনক্রম ইত্যাদি কেন্দ্রীয় সরকার স্থির করেন, এই অফিসারগণের মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যগুলিকে নিয়ন্ত্রণের সুযোগ পায়,

- রাজ্য সরকারগুলির অনুমতি ছাড়াই কেন্দ্রীয় সরকার যে কোনো রাজ্যে অবস্থিত কেন্দ্রীয় সংস্থাসমূহকে রক্ষাকল্পে জন্য কেন্দ্রীয় সংরক্ষিত পুলিশবাহিনী (C.R.P.F), সীমান্তরক্ষী বাহিনী (B.S.F) প্রভৃতি প্রেরণ করতে পারে; এগুলির মাধ্যমেও কেন্দ্রীয় সরকার রাজ্যগুলিকে নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারে,

Scanned by CamScanner

Prof. Prasenjit Senapati / CC-C2T / 1st Sem.

□ প্রশাসনিক ক্ষেত্রে রাজ্যগুলিকে নিয়ন্ত্রণ রাখার ব্যাপারে কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে সবচেয়ে বড় হাতিয়ার হল সংবিধানের ৩৫২ এবং ৩৫৬ নং ধারা দুটি, প্রথম ধারা বলে জাতীয় জরুরি অবস্থা এবং দ্বিতীয় ধারাটির সাহায্যে কোনো রাজ্যে রাষ্ট্রপতি শাসনতান্ত্রিক অচলাবস্থা ঘোষণা করা যায়, উভয় ক্ষেত্রেই কেন্দ্রের হাত অতিরিক্ত শক্তিশালী হয় এবং রাজ্যগুলির স্বাতন্ত্র্য ক্ষুণ্ণ হয়।

সমালোচনা :-

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, কেন্দ্র-রাজ্য প্রশাসনিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে সংবিধানে যেসব ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে সেগুলির মাধ্যমে কেন্দ্রীয় সরকারকে অতি বেশি শক্তিশালী করা হয়েছে। এই সমস্ত ব্যবস্থা যদি কেন্দ্রীয় সরকার পুরোপুরি ব্যবহার করে তাহলে ভারতবর্ষ আর যুক্তরাষ্ট্র থাকবে না, একাকেন্দ্রিক রাষ্ট্রে পরিণত হবে। বাস্তবে বিদ্যমান সাংবিধানিক কাঠামোর মধ্যেই কেন্দ্রীয় সরকার ইচ্ছা করলে রাজ্যগুলিকে নিজের প্রশাসনিক অধস্তনে পরিণত করতে পারে।

বাস্তবিকপক্ষে ভারতবর্ষের ন্যায় অন্য কোনো যুক্তরাষ্ট্রীয় দেশে কেন্দ্রকে এইভাবে রাজ্যগুলির ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপের সুযোগ দেওয়া হয়নি, এই প্রসঙ্গে অরোকচন্দ্রের একটি মন্তব্য হল "There is no such drogation to the States authority in any other federal Constitution."

Scanned by CamScanner